ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৮৪০

আগরতলা,২৭ নভেম্বর,২০২৩

ত্রিপুরা টিবি অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা
টিবিমুক্ত ত্রিপুরা গড়তে জনসাধারণকে সচেতন হতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২৫ সালের মধ্যে টিবিমুক্ত ভারত গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারও ২০২৫ সালের মধ্যে টিবিমুক্ত ত্রিপুরা গড়ার সংকল্প নিয়েছে। টিবিমুক্ত ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে টিবি অ্যাসোসিয়েশনকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আজ টিবি অ্যাসোসিয়েশন হলে ত্রিপুরা টিবি অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী ভাষণে আরও বলেন, টিবিমুক্ত ত্রিপুরা গড়তে জনসাধারণকেও সচেতন হতে হবে। টিবি রোগ শুধুমাত্র শ্বাসযন্ত্রেই আক্রমণ করে না তা শরীরের প্রতিটি অংশেই সংক্রমণ ঘটাতে পারে। সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু হলে এই রোগ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। তাই এই রোগের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার উপরও টিবি অ্যাসোসিয়েশনকে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য থেকে টিবি রোগ নির্মূল করার লক্ষ্যে টিবি অ্যাসোসিয়েশন ভালো কাজ করছে। টিবিমুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে টিবি অ্যাসোসিয়েশন যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করতে নিয়মিত প্রচারমূলক অভিযান সংগঠিত করতে হবে। এছাড়াও টিবিমুক্ত ত্রিপুরা গঠন অভিযানে বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিদেরও সংযুক্ত করতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রয়াসেই ২০২৫ সালের মধ্যে টিবিমুক্ত ত্রিপুরা গঠন করা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে টিবি অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব ডা. কৌশিক নাগ বলেন, টিবি অ্যাসোসিয়েশন মূলত: টিবি রোগ নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা এবং ত্রাণ সহায়তা প্রদানে কাজ করে থাকে। বিপিএল ভুক্ত টিবি রোগীদের বিনামূল্যে এক্সরে পরিষেবা প্রদান করে থাকে টিবি অ্যাসোসিয়েশন। এছাড়াও প্রতি বছর অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে টিবি সিল বিক্রয় অভিযান সংঘটিত করা হয়ে থাকে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের কর্পোরেটর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য, স্টেট টিবি অফিসার ডা. নূপুর দেববর্মা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. সৌমিত্র মল্লিক এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ড. কিরণ কুমার কে।

*****